MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

জাতীয় থেকে জেলা নির্বাচন-অবিশ্বাস সর্বত্র?

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক চলছে। নির্বাচনকালীন সরকারের চরিত্র কী হবে, পুলিশ এবং প্রশাসন কেমন ভূমিকা পালন করবে, ইভিএম ব্যবহার হবে কীভাবে এসব নিয়ে একমত হতে পারছে না রাজনৈতিক দলগুলো। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা আর অস্থিরতা যেন কমছেই না। গাইবান্ধার উপ নির্বাচনের উত্তেজনা কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অস্থিরতা। নির্বাচন নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর বিরোধী দলবিহীন জেলা পরিষদ নির্বাচনেও বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হওয়াকে প্রার্থীর জন্য অপমানজনক আর দলের জন্য শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে দেখছে ক্ষমতাসীন দল। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে পার্বত্য তিন জেলা বাদে ৬১ জেলার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন আর আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নোয়াখালীর নির্বাচন স্থগিত করে রাখায় ৫৯ জেলায় নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে ২৫ জেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানেরা। বাকি ৩৪টি জেলার মধ্যে ১০টিতে হেরে যায় দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তরা। ২০১৬ সালে ১৯ জন বিজয়ী হয়েছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্কৃতি ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে! অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি কোন ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

কদিন আগেই খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন। এই নির্বাচন যতোটা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পালনের কারণে। এই আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী গত ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। এরপর তফসিল ঘোষণা এবং সে অনুযায়ী শুরু হয় নির্বাচন আয়োজন। শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে আসতে থাকে। এসব অভিযোগের নিস্পত্তি করার খুব বেশি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। ফলে অসন্তোষ, সন্দেহ আর অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে ক্রমাগত। জাতীয় নির্বাচনের আর এক বছর বাকি। সার্বিক বিবেচনায় আওয়ামী লীগের জন্য এই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার দাপট, প্রশাসন আর পুলিশের ভূমিকার ফলে এটা হয়ে উঠলো বহুদিনের জন্য আলোচনার খোরাক।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গাইবান্ধা-৫ আসনের ভোট পর্যবেক্ষণের মনিটরিং সেলে বসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছিলেন। দুপুরবেলা সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সিইসি বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন ভবনে একটি পর্যবেক্ষণ কক্ষ করেছি। পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেছি। আমরা কেন্দ্র থেকে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি।' কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, 'আমরা দেখেছি, সম্ভবত পোলিং এজেন্ট, তাদের গায়ের গেঞ্জিতে নির্বাচনের প্রতীক ছাপানো ছিল। মেয়েদের একই রকমের শাড়ি নাকি একই রকমের ওড়না ছিল, যেটা নির্বাচন আচরণবিধি পরিপন্থি।'

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটে মোট ৫০টি ভোটকেন্দ্র বন্ধ করা হয়। এছাড়া রিটার্নিং অফিসারও একটি কেন্দ্রে ভোট বন্ধ করেন। পরে সিইসি বলেন, 'আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভোটগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কোনও একটি পক্ষ বা কোনও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রভাবিত করতে পারছেন। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ইমপার্শিয়ালি, ফেয়ারলি ভোটগ্রহণ হচ্ছে না।'

তিনি বলেন, '৫১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধের পর আইন-কানুন পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আরপিওর ৯১ অনুচ্ছেদে যে দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।' গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আরপিওর ৯১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কমিশনের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় ভোটগ্রহণ সঠিকভাবে হচ্ছে না, ফেয়ারলি হচ্ছে না, তাহলে নির্বাচন কমিশন সব ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুরো নির্বাচনি এলাকা গাইবান্ধা-৫-এর ভোট কার্যক্রম আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ম্লান হাসি মুখে নিয়ে তিনি বলেন, 'আইন ভঙ্গ করে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে ভোট দিয়ে দিতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।' ইভিএম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইভিএমেরও কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। ওই যে মানবিক আচরণ, আরেকজন ঢুকে যাচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা সুশৃঙ্খল নির্বাচনের পরিপন্থি। এরাই ডাকাত, এরাই দুর্বৃত্ত। যারাই আইন মানছেন না তাদেরই আমরা ডাকাত-দুর্বৃত্ত বলতে পারি। কারণ আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকলে যদি আইন না মানি, নির্বাচন কমিশন এখানে বসে সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারবে না।'

নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেন চলে গেল, এ রকম এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে অনেকটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। গোপন কক্ষে অন্যরা ঢুকছে, ভোট সুশৃঙ্খলভাবে হচ্ছে না। তবে কেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, তা আমরা এখনো বলতে পারব না।' হয়তো তিনি দায়িত্ব শেষ করার আগে কখনই সেটা বলতে পারবেন না। আর কেই বা বলবে? ডিসি, এসপি? কয়েকদিন আগেই তারাও তো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে হৈ চৈ করে তাদের অবস্থান জানান দিয়েছেন। গাইবান্ধা নির্বাচনে তাদের ভূমিকা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কতটুকু মেনেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা কতটুকু বাস্তবায়িত হলো বা হবে তা নিয়েও সংশয় থেকে গেল। তবে যা হয়েছে তা তো জনগণ দেখেছেন এবং কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে গণমাধ্যমে বলেছেন। কিন্তু জনগণের এই কথা তো কেউ শুনবে বলে মনে হচ্ছে না।

গাইবান্ধার এই আসনে ইভিএমের মাধ্যমে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন ভোটারদের নিরাপত্তা দিতে কয়েক প্লাটুন র‍্যাব, আনসার সদস্য ছাড়াও ১ হাজার ২৮৫ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁরা জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে পেরেছেন তা দৃশ্যমান হলো না। এই প্রশ্ন উঠা কি স্বাভাবিক নয় যে একটি আসনে উপ-নির্বাচন করতে গিয়ে ইভিএম এর দুর্বলতা, সিসি ক্যামেরার অকার্যকারিতা, প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের অনীহা বা অক্ষমতা, পুলিশের ভূমিকা যেভাবে ফুটে উঠলো ৩০০ আসনে নির্বাচন কীভাবে সামাল দেবেন নির্বাচন কমিশন? যদিও ২০০৮ সালের তুলনায় পুলিশ বাহিনীর সদস্য অনেক বেড়েছে, তখন ছিল লাখ খানেক এখন পুলিশ বাহিনীর সদস্য দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার। কিন্তু গাইবান্ধা ৫ আসনের মতো পুলিশ মোতায়েন করতে হলে পুলিশের প্রয়োজন হবে ৩ লাখ ৮৫ হাজার। দেড় লাখের বেশি পুলিশ পাওয়া যাবে কীভাবে? ভোট কেন্দ্রের মানবিক (!) সহায়তাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কীভাবে? প্রতিপক্ষকে হুমকি দিয়ে ভোট কেন্দ্রে আসা বন্ধ করার যে ভীতিকর পরিস্থিতি সেখানে সাধারণ ভোটারদের ভরসা দেয়া যাবে কীভাবে?

অনেকগুলো সন্দেহকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গাইবান্ধার নির্বাচন সরকার দলীয় প্রার্থীর দাপট, প্রশাসনের দুর্বলতা আর নির্বাচন কমিশনের অসহায়ত্ব দেখিয়ে দিল। ইভিএম নিয়ে আলোচনার সময় একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ হলো ঐ লোকটা যে কেন্দ্রের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকে। গাইবান্ধা উপ-নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সেই চ্যালেঞ্জ আবার দেখা দিল কিন্তু মোকাবিলা করা গেল না। নির্বাচন কমিশন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে নির্বাচন বন্ধ করলেন এতে নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় অবস্থানের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্বাচনের সংশয় তো গেলো না। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলা এসব প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি? গাইবান্ধার শিক্ষা মনে রাখা তাই জরুরি।

যে কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে খতিয়ে দেখা বাক্যটা খুবই পছন্দের বাক্য। গাইবান্ধা-৫ আসনের উপ-নির্বাচন নিয়ে কী হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেও মাঠ প্রশাসন, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ ৬৮৫ জনকে শুনানির আওতায় এনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গঠিত তদন্ত কমিটি। ১৮ অক্টোবর থেকে এই শুনানি শুরু হয়েছে। দেখা যাক! শুনানিতে তাঁরা কী শোনেন আর কি সিদ্ধান্ত নেন।

মানুষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে নিজেকে আর তার পছন্দের তালিকায় যে সব জিনিস থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আয়না। কে কবে আয়না বানানোর কৌশল আবিস্কার করেছিল তা জানা না থাকলেও আয়নার ব্যবহার করতে আপত্তি নেই কারো। এমন মানুষ কি পাওয়া যাবে যিনি আয়নায় নিজেকে দেখতে চান না! আয়নায় মানুষ নিজেকে দেখে। আয়নার সামনে হাসলে হাসির চেহারা, কাঁদলে কান্নার চেহারাই দেখা যায়। আয়না ভুল দেখায় না কিন্তু যে দেখে সে যদি আত্মপ্রেমে মগ্ন থাকে তাহলে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে থাকে। কোন খুঁত আর চোখে পড়ে না। মানুষের কাজও না কি আয়নার মতো। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় মানুষের চিন্তা। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যাটা একই রকম। নিজের কাজের ভুল বা ত্রুটি দেখতে পায় না এমনকি কাজ নিয়ে কোন সমালোচনা শুনতে চায় না সাধারণ মানুষ। কিন্তু যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের তো সাধারণ মানুষের মতো হলে চলবে না। কারণ তাদের ভুল অসংখ্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনের আয়নায় যে চেহারা প্রতিফলিত হলো তা দেখে কি পদক্ষেপ নেবেন ক্ষমতাসীন দল, সেটাই রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে। এর আগে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আর এখন জেলা পরিষদ নির্বাচনের চিত্র দেখা গেল। জনগণের কাছে তাহলে বার্তা কী যাচ্ছে?